দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৭/০৫/১২
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

জাতিসংঘের বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তনের সদস্য হল বাংলাদেশ

■ বিশেষ প্রতিনিধি, যুক্তরাষ্ট্র

জাতিসংঘের বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তনের সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বিশ্বের ১০টি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের সরকার প্রধানকে নিয়ে বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তন চালু করছেন। শিক্ষাখাতে বিপুল সাফল্য অর্জিত হওয়ায় বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করলো। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এর আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সদস্যপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন। নিউইয়র্কে পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

জাতিসংঘের বিশেষ

২০ পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে।

এদিকে স্থানীয় সময় শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র সফররত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জাতিসংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ড. আশা রোজ মিগিরোর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তার অফিসে মিলিত হন। সাক্ষাৎকালে ড. আশা রোজ মিগিরো বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে অভূতপূর্ব উন্নতির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও সংস্কার বিষয়ে ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেলকে অবহিত করেন শিক্ষামন্ত্রী। বিশেষ করে বাংলাদেশের ছাত্রী বৃত্তির সুফল হিসাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের অর্জন বিষয়ে আলোকপাত করেন। শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্বল বিষয়গুলো যেমন কোয়ালিটি অব এডুকেশনের উন্নয়ন এবং ঝরে পড়ার হার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২০১৫ সালের সহস্র শব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ছাত্র-ছাত্রীদের জেন্ডার পেরিটি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, ছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা অধিকতর হয়েছে। ২০১৫ সালের সহস্র শব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইতিমধ্যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ক্ষেত্রে সাফল্য ৯৯% এর অধিক অর্জিত হয়েছে। ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এ বছর ২ কোটি ৩২ লাখ বই বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আগামী শিক্ষা বছরে তা বাড়িয়ে ২ কোটি ৭০ লাখ টেক্সট বুক বিতরণ করা হবে।

ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জাতিসংঘের পিস কিপিং-এ বাংলাদেশিদের প্রশংসা করেন। শিক্ষামন্ত্রী তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক প্রফেশনাল ও মেধাবী রয়েছেন যারা জাতিসংঘের অন্যসব দপ্তরেও পারদর্শিতার সঙ্গে সেবাদান করতে পারেন। সাক্ষাৎকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং মিশনের ইকোনোমিক মিনিস্টার মো. নজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।